

উপজেলা পরিক্রমা

চন্দনাইশ

অনুগম্য সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা নাগাধিরাজ হিমলায়ের অনুবৃষ্টি আরকান ইয়াকো হামার শৈলচূড়া বেষ্টিত শংখ ও চানখালী নদী বিধৌত প্রাহাড় ঘেরা পীর আউলিয়ার পূণ্য পরশে ধন্য চট্টলার অন্তর্গত চন্দনাইশ উপজেলা।

এ উপজেলার আয়তন ৫৬ বর্গ মাইল। উপজেলার মোট লোকসংখ্যা ১ লাখ ৯০ হাজার ৫শ' ৮ জন। এ উপজেলায় মোট ১০টি ইউনিয়ন, ৪৪টি গ্রাম, ৩৭টি মৌজা ও ৮টি ডাকঘর আছে।

শিক্ষা

এখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৫ ভাগ। সমগ্র উপজেলায় ২টি কলেজ, ১৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ৩টি জুনিয়র বিদ্যালয়, ৬২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি বেসরকারী বিদ্যালয় ও ৮টি সিনিয়র মাদ্রাসা রয়েছে। বর্তমানে এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানা সমস্যায় জর্জরিত।

স্বাস্থ্য

এ উপজেলায় জনগণের জন্য চিকিৎসার সুবিধা বলতে রয়েছে ২টি হাসপাতাল, ১টি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র।

কৃষি

উপজেলার শতকরা ৬০ ভাগই কৃষক, উপজেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ২২ হাজার ১শ' ৮ একর। এক ফসলী ৭৫৮ একর, দো-ফসলী ১৩,১০০ একর ও তিন ফসলী ৮,২৫০ একর। এ দিকে পাওয়ার ডিজেল চালিত ৭০টি ও বিদ্যুৎ চালিত ৭৭টি রয়েছে। তেলের মূল্য বাডার ফলে ও

নদ-নদীতে প্রয়োজনীয় পানি না থাকায় এবং বিদ্যুতের অভাবে কৃষকেরা সেচ কার্য করতে পারছেন না।

যোগাযোগ

চন্দনাইশ উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণের অগ্রগতি মধুর। উপজেলার হারলা, বরকল, বরমা, সাতবাড়ীয়া, জোয়ারা, বৈলতলী ও ধোপাছড়ি ইউনিয়নে ভাল রাস্তা না থাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা নাজুক। এসব রাস্তাগুলো সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে রয়েছে।

নদ-নদী

উপজেলার পাহাড়ী এলাকা হতে নেমে আসা বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ শংখ নদী, বরুমতি খাল, চাকমার খাল ও চিকন খাল প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের অভাবে ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্তমান উপজেলার মরণ ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ষাকালে শংখ নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন ও শুষ্ক মওসুমে বড় বড় চর জেগে উঠায় প্রতি বছর উপজেলার সহস্রাধিক ঘরবাড়ী ও লাখ লাখ টাকার ফসল ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এবং হাজার হাজার জমি অনাবাদী পড়ে থাকে।

হাট-বাজার

চন্দনাইশ উপজেলায় মোট ১৭টি হাট-বাজার রয়েছে। প্রতি বছর সরকার নিলামের মাধ্যমে এ সব হাট-বাজার থেকে লাখ লাখ টাকা আদায় করলেও বর্তমানে উন্নয়নের কোন পদক্ষেপ নেয়নি।